



21905 - লাইলাতুল ক্বদর দেখো

প্রশ্ন

লাইলাতুল ক্বদর ক'দখো সম্ভব? অর্থাৎ খালি চোখে লাইলাতুল ক্বদর ক'দখো যতে পারে? কারণ কিছু কিছু লোক বলে থাকনে, যদি মানুষ লাইলাতুল ক্বদর দেখতে পায় সে আকাশে নূর বা এ জাতীয় কিছু দেখতে পাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীবর্গ ক'ভিবে দেখেছিলেন? কোন ব্যক্তি ক'ভিবে জানতে পারবে যে, সে লাইলাতুল ক্বদর দেখতে পয়েছে? যদি কোন লোক লাইলাতুল ক্বদর না দেখতে পায় তবে ক'সি ঐ রাতেরে সওয়াব ও নক'ে অর্জন করতে পারবে? আমরা আশা করব দলিলসহ বিষয়টি স্পষ্ট করবনে।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আল্লাহ কাউকে তাওফিক দিলে সে ব্যক্তি চরমচোখে লাইলাতুল ক্বদর দেখতে পারবে। অর্থাৎ লাইলাতুল ক্বদরেরে আলামতগুলো দেখতে পারবে। সাহাবায়ে ক'রোম কিছু আলামতেরে মাধ্যমে সে রাত'রকি সুনির্দিষ্ট করার পক্ষে দলিল প'শে করতনে। তবে, সে রাতকে দেখতে না পারলেও যে ব্যক্তি ঈমানেরে সাথে ও সওয়াবেরে আশা নিয়ে সে রাত'রতি নামায আদায় করবে সে ব্যক্তি এর সওয়াব প্রাপ্ততি ক'ন বাধা ন'ই। মুসলমানেরে উচতি নক'ি ও সওয়াব হাছলিরে উদ্দেশ্য নিয়ে রমযান মাসেরে শেষে দশরাত'রির মধ্যে লাইলাতুল ক্বদরেরে তীব্র অনুব'ষণ করা। ঈমানেরে সাথে ও সওয়াবেরে নিয়তে আদায়কৃত তার ক'য়ামুল লাইল যদি সে রাত'রির মধ্যে পড়ে তবে সে ব্যক্তি রাত'রকি না চনিলেও এর সওয়াব পাবনে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে: “যে ব্যক্তি ঈমানেরে সাথে, সওয়াবেরে নিয়তে লাইলাতুল ক্বদরেরে ক'য়াম করবে তথা নামায আদায় করবে তার পূর্বেরে সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।” অন্য এক র'ওয়ায়তে এসছে- যে ব্যক্তি লাইলাতুল ক্বদর অনুব'ষণ নামায আদায় করছে, তার নামায যদি সে রাত'রতি আদায় হয়ে থাকে তার পূর্বেরে সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।”

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এ রাত'রির আলামত হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে যে, এ রাতেরে পর সকালে সূর্য উঠবে কিন্তু সূর্যেরে রশ্মি থাকবে না। উবাই বনি কাব (রাঃ) ক'সম করে বলতনে: এটি সাতাশ তারখি এবং ত'নি এ আলামতটি দিয়ে দলিল দতিনে। অগ্রগণ্য অভিমত হচ্ছে- এটি শেষে দশরাত'রির মধ্যে স্থানান্তরতি হয়ে থাকে। ব'জেডে রাতগুলো হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। ব'জেডে রাত'রগুলোর মধ্যে সাতাশ তারখি হওয়ার সম্ভাবনা আরও বেশি অধিক। যে ব্যক্তি রমযানেরে শেষে দশরাত'রি নামায, কুরআন তলোওয়াত, দোয়া ও অন্যান্য নক'ে আমলের মধ্যে কাটা'বনে ন'িসন্দেহে সে ব্যক্তি লাইলাতুল ক্বদর পয়েছেন এবং আল্লাহ তাআলা ঐ রাত'রতি ঈমানেরে সাথে ও সওয়াব আশা নিয়ে যে ব্যক্তি ক'য়াম করবে তাকে যে



পুৰষ্কাৰেৰে সুসংবাদ দয়িছেনে সে ব্ৰহ্মত সে মৰ্যাদা অৰ্জন কৰবে।

আল্লাহই তাওফকিদাতা; আমাদেৰে নবী মুহাম্মদ এৰ উপৰ, তাঁৰ পৰিবাৰ-পৰজিন ও সন্তান-সন্ততিৰ উপৰ আল্লাহৰ রহমত বৰ্ষতি হোক।